সংবাদ

OCT. 2006

মৃতপ্রায় গ্রীন ইউনিভার্সিটি এবং পিএমও'র জামায়াতপ্রীতি

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) একটি অনুসন্ধানী রিপোর্টে বলা হয়েছিল, গ্রীন ইউনিভার্সিটি এবং প্রতিষ্ঠানটির কোন শিক্ষা কার্যক্রম নেই। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুরোধে ইউজিসি দুই সদস্যের একটি কমিটি গত ফেব্রুয়ারি মাসে গঠন করে এবং রাজধানীর ফার্মগেটে অবস্থিত এই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কার্যক্রম কমিটি দেখতে পায়নি। ২০০২ সালের ডিসেম্বরে গ্রীন ইউনিভার্সিটির যাত্রা শুরু হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ক্যাম্পাস' পরিদর্শনকালে কমিটি ৫ ছাত্র এবং ভিসি ও রেজিস্ট্রারসহ ৪ কর্মকর্তার সন্ধান পায়। রেজিস্ট্রার অবশ্য দাবি করেছিলেন, তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০০ ছাত্র আছে। দু'জন পার্টটাইম শিক্ষকেরও সন্ধান পেয়েছিলেন কমিটির সদস্যরা। কম্পিউটার ল্যাব এবং লাইব্রেরি ঘর দুটি তালাবদ্ধ অবস্থায় ছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়টিকে বন্ধের তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

বিএনপি-জামায়াত সরকারের আমলে ৩৭টি নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢালাও অনুমোদন দেয়ার পর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫২টিতে। দু'বছর পর ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি দেশের ৫২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম মূল্যায়ন করে ২০০৪ সালের অক্টোবরে গ্রীন ইউনিভার্সিটিসহ ৭টি নিম্নমানের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করে দেয়ার সুপারিশ করে। এ সুপারিশ কার্যকর না করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০০৪ সালের ২ নভেম্বর একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির এক সদস্য কমিটি গঠন করে। এ কমিটিও গ্রীন ইউনিভার্সিটির অযোগ্যতার সাক্ষ্য-প্রমাণ পায়। এই কমিটি গ্রীন ইউনিভার্সিটি বন্ধ করে দেয়ার সুপারিশ করে। তারপরও বিশ্ববিদ্যালয়টি উচ্চশিক্ষার নামে বাণিজ্য অব্যাহত রেখেছে কিসের জোরে?

বিভিন্ন সময় শিক্ষামন্ত্রী এম. ওসমান ফারুক দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে তার অসহায়ত্বের কথা প্রকাশ করেছেন। বরং এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনটির স্পন্সররা হুমকি দিয়ে বলে থাকেন, তারা যেমন খুশি তেমনভাবে বিশ্ববিদ্যালয় চালাবেন, তাতে বাইরের কারও হস্তক্ষেপ করার অধিকার নাকি নেই। নিম্নমানের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ব্যবসা করার সুযোগ দেয়ার বিরুদ্ধে সমালোচনার মুখে পড়ার পর সরকার শেষ সময়ে ৫টি অতি নিম্নমানের বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বাধীন তদন্ত কমিটি এবং একজন বিচারপতির নেতৃত্বাধীন তদন্ত কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্টে ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের কথা থাকলেও প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণা দেয়। দেরিতে হলেও এ সিদ্ধান্ত দেশের উচ্চশিক্ষার ওপর হয়তো বা খানিকটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তবে বন্ধ করে দেয়ার সুপারিশ করার পরও জামায়াত-ঘেঁষা গ্রীন ইউনিভার্সিটিকে ৬ মাসের সুযোগ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার ঘটনায় অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর যে জামায়াতের অপতৎপরতার কাছে জিম্মি গ্রীন ইউনিভার্সিটিকে বাঁচিয়ে রাখার সিদ্ধান্তে তা আরেকবার প্রমাণিত হলো। কোন দিক থেকেই গ্রীন ইউনিভার্সিটির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়ার যোগ্যতা নেই। তারপরও তথাকথিত